

# ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বোর্ডসভার কার্যবিবরণী।

তারিখ : ২০ এপ্রিল, ২০০৯  
স্থান : সভাকক্ষ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।  
সভাপতি : কর্ণেল এ বি এম ভায়েফুল ইসলাম  
প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড  
ও  
স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস।

## সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

- (১) গ্রুপ ক্যাপ্টেন শাহনেওয়াজ, এনডিসি, পিএসসি, জিডি(এন) উপস্থিত  
অধিনায়ক (প্রশাসনিক শাখা)  
বিমানবাহিনী ঘাঁটি বাশার  
ঢাকা সেনানিবাস  
ও  
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (২) ক্যাপ্টেন এ টি জি এম সরকার, (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন উপস্থিত  
অধিনায়ক  
বিএনএস হাজী মহসিন  
ঢাকা সেনানিবাস।  
ও  
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৩) লেঃ কর্ণেল মোঃ নজরুল ইসলাম উপস্থিত  
সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস  
ও  
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৪) মেজর মোঃ জুলফিকার রহমান উপস্থিত  
ডিএডি এমএস, সদর দপ্তর লগ এরিয়া  
প্রতিনিধি, কমান্ড্যান্ট  
সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা সেনানিবাস  
ও  
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৫) জনাব জিয়াউল ইসলাম চৌধুরী উপস্থিত  
বাসা # ৪৯/সি, শহীদ বদিউজ্জামান রোড  
ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস  
ও  
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৬) লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মোঃ সামসুদ্দিন আহমেদ উপস্থিত  
৩৪৬, বারিধারা ডিওএইচএস, ঢাকা সেনানিবাস  
ও  
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
- (৭) শাহে এলিদ মাইনুল আমিন উপস্থিত  
সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট  
জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়, ঢাকা  
ও  
সম্মানিত সদস্য, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।

এছাড়া সভায় বিশেষ আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন ডিএস রাজা (অবঃ), সেক্রেটারী, বনালী ডিওএইচএস পরিষদ, মেজর খন্দকার নুরুল আফসার (অবঃ), সেক্রেটারী, মহাখালী ডিওএইচএস পরিষদ, লেঃ কর্ণেল এম আব্দুর রব (অবঃ), সেক্রেটারী, বারিধারা ডিওএইচএস পরিষদ এবং লেঃ কর্ণেল মোঃ শায়েরুজ্জামান, পিএসসি (অবঃ), সেক্রেটারী, মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদ।।



সভার শুরুতেই উপস্থিত সদস্য এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভায় আলোচ্যসূচীর উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ঃ-

আলোচ্যসূচী-১ ঃ গত ১৬ মার্চ, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও দৃঢ়করণ।

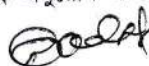
আলোচনা ঃ গত ১৬ মার্চ, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী সভায় বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হলো। আলোচ্যসূচী-১ এর সিদ্ধান্ত (ঘ) এর উপর আলোচনাক্রমে মিরপুর ডিওএইচএস এলাকায় অস্থায়ীভাবে বরাদ্দকৃত জায়গায় সন্তোষজনকভাবে দোকান পরিচালনা করতে ব্যর্থ হলে অথবা বোর্ডের প্রয়োজনে ৩০(ত্রিশ) দিনের নোটিশে দোকান খালি করার বিষয়ে মত পোষণ করা হয়। আলোচ্যসূচী-১ এর সিদ্ধান্ত (ঙ) এর উপর আলোচনাক্রমে জানা যায় যে, অরুণিমা ফিলিং স্টেশন সংলগ্ন সিএনজি স্টেশনের শব্দ দূষণ রোধ করার জন্য বোর্ডসভার সিদ্ধান্তক্রমে একাধিক পত্র প্রদান করা হলেও অদ্যাবধি শব্দ দূষণ রোধ করা হয়নি। আলোচ্যসূচী-৬ এর সিদ্ধান্তের উপর আলোচনাক্রমে বোর্ডের চুক্তিভিত্তিক আইন উপদেষ্টার নিয়োগের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কমপক্ষে ০৩(তিন) মাস পূর্বে বিষয়টি বোর্ডসভায় উপস্থাপন করতে হবে মর্মে মত প্রকাশ করা হয়।

- সিদ্ধান্ত ঃ
- (ক) মিরপুর সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে দোকান করার জন্য অস্থায়ীভাবে বরাদ্দকৃত জায়গায় সন্তোষজনকভাবে দোকান পরিচালনা করতে ব্যর্থ হলে অথবা বোর্ডের প্রয়োজন হলে ৩০(ত্রিশ) দিনের নোটিশে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ ব্যতিরেকেই উক্ত স্থান খালি করে দিতে হবে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বরাদ্দলাভকারীকে অবহিত করা হোক।
  - (খ) অরুণিমা ফিলিং স্টেশন সংলগ্ন সিএনজি স্টেশনে ০১(এক) মাসের মধ্যে শব্দ দূষণ কমাতে ব্যর্থ হলে লাইসেন্স বাতিল করা হবে মর্মে নোটিশ প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এছাড়া সিএনজি স্টেশনের সম্মুখস্থ রাস্তায় অবস্থিত ইলেক্ট্রিক পোলটি অপসারণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রদান করার জন্য ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসারকে অনুরোধ করা হলো।
  - (গ) বোর্ডের চুক্তি ভিত্তিক আইন উপদেষ্টার নিয়োগের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কমপক্ষে ০৩(তিন) মাস পূর্বে সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
  - (ঘ) বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে ১৬ মার্চ, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহ দৃঢ়করণ করা হলো।

আলোচ্যসূচী-২ ঃ মার্চ, ২০০৯ মাসের রাজস্ব আদায়/বকেয়ার হালনাগাদ তথ্যাদি পর্যালোচনা।

আলোচনা ঃ মার্চ, ২০০৯ মাসের রাজস্ব আদায়/বকেয়ার তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত তথ্যে দেখা যায় যে, ৩০ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত গৃহকর ও দোকান ভাড়া বাবদ বোর্ডের মোট দাবী ৩,২৪,১৪,২৬৩/- টাকার মধ্যে ৩১ মার্চ, ২০০৯ তারিখ পর্যন্ত মোট ২,৪৩,৫৩,৬৫৫/- টাকা আদায় করা হয়েছে, যার মধ্যে মার্চ, ২০০৯ মাসে মোট আদায় হয়েছে ৩০,৮৫,৬৮৪/- টাকা। অবশিষ্ট ৮০,৬০,৬০৮/- টাকা বকেয়ার মধ্যে শুধু কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার গৃহকর বাবদ ৩০,৬৭,০২৮/- টাকা অনাদায়ী রয়েছে। গত এক মাসে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও বকেয়া গৃহকর আদায়ে বনানী, মহাখালী ও বারিধারা ডিওএইচএস পরিষদ এর সহায়তার জন্য তাঁদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বর্তমান অর্থ বছরের অবশিষ্ট সময়ের মধ্যে বোর্ডের সমুদয় বকেয়া রাজস্ব আদায়ের নিমিত্তে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করার জন্য ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসারকে অনুরোধ জানানো হলো।



চলমান পাতা-৩



আলোচ্যসূচী-৩ : মার্চ, ২০০৯ মাসের আয় ও ব্যয়ের হিসাব বিবরণী পর্যালোচনা।

আলোচনা : মার্চ, ২০০৯ মাসের আয় ও ব্যয়ের হিসাব বিবরণী অবলোকন করা হলো। বর্তমান আর্থিক বছরে চলমান প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : মার্চ, ২০০৯ মাসের আয় ও ব্যয়ের হিসাব বিবরণী অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্যসূচী-৪ : মার্চ, ২০০৯ মাসের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন পর্যালোচনা।

আলোচনা : স্টেশন হেলথ অর্গানাইজেন এর প্রতিনিধি মেজর মোঃ জুলফিকার রহমান মার্চ, ২০০৯ মাসের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন। উপস্থাপিত স্বাস্থ্য প্রতিবেদন সন্তোষজনক বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

আলোচ্যসূচী-৫ : সিদ্ধান্ত : মার্চ, ২০০৯ মাসের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্যসূচী-৬ : সদর দপ্তর ডিজিএফআই ১৪ তলা অফিস কমপ্লেক্স এর সম্মুখস্থ ০.২৩১ একর জমি বরাদ্দ/হস্তান্তর প্রসংগে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, সদর দপ্তর ডিজিএফআই এর অফিস সংলগ্ন রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের 'এ' ব্লকের ৩০(ত্রিশ)টি দোকান রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পুরাতন মুরগী বাজার এর স্থানে স্থানান্তর করা হয়েছে। উল্লেখিত ৩০(ত্রিশ)টি দোকানের ভবন নিলামে বিক্রয়সহ স্থানটি খালি করার জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের অনুমোদনের জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে পত্র প্রদান করা হয়েছে। অনুমোদন প্রাপ্তির পর উক্ত স্থান-খালি করে শুধু মাত্র পার্কিং এর কাজে ব্যবহারের জন্য ডিজিএফআই কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : ডিজিএফআই সদর দপ্তর সংলগ্ন স্থানটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে শুধুমাত্র কার পার্কিং হিসেবে ব্যবহারের জন্য অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত স্থান কোনভাবেই অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

আলোচ্যসূচী-৭ : ঢাকা সেনানিবাসস্থ নিম্নবর্ণিত প্লট/ফ্ল্যাট বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতির বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :-

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার বিভিন্ন প্লটে নির্মিত বাড়ীর প্রস্তাবিত ফ্ল্যাট ক্রেতাগণের অনুকূলে বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট প্লট মালিক/আম-মোক্তারগণ আবেদন করেন। সে মোতাবেক নিরাপত্তা ছাড়পত্রের জন্য প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরে প্রেরণ করা হলে প্রস্তাবিত ক্রেতাগণের অনুকূলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করায় নিম্নবর্ণিত ফ্ল্যাটসমূহ বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে :-

| ক্রমিক<br>নং | প্লট/ফ্ল্যাট নম্বর ও<br>এলাকার নাম   | বিক্রেতার/আবেদনকারীর নাম ও<br>ঠিকানা এবং আবেদনের তারিখ  | ক্রেতার নাম ও ঠিকানা   | ডিজিএফআই এর<br>ছাড়পত্র নম্বর ও<br>তারিখ               |
|--------------|--|---|--|--|
| (১)          | বাড়ী#২৬/এ, রোড#৪/এ,<br>ফ্ল্যাট#৩/বি, ক্যান্টনমেন্ট<br>বাজার এলাকা, ঢাকা<br>সেনানিবাস। | জনাব মোঃ হাসিমুল বাসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক,<br>এক্সিলেন্ট বিল্ডার্স লিঃ (খন্দকার আওলাদ হোসেন ও<br>খন্দকার এমদাদ হোসেন, ২৬/এ ক্যান্টনমেন্ট বাজার<br>এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস এর নিযুক্তীয় আম-<br>মোক্তার)।<br>০৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ | ডাঃ বাহাউদ্দিন মোহাম্মদ<br>ইউসুফ<br>বাড়ী#২৭৩, রোড#২০<br>ডিওএইচএস মহাখালী<br>ঢাকা সেনানিবাস। | ১৬ মার্চ, ২০০৯<br>তারিখের<br>১৩০০/১২০/৫৭/৫ নং<br>পত্র। |

চলমান পাতা-৪

| ক্রমিক<br>নং | প্লট/ফ্ল্যাট নম্বর ও<br>এলাকার নাম  | বিক্রেতার/আবেদনকারীর, নাম ও<br>ঠিকানা এবং আবেদনের তারিখ  | ক্রেতার নাম ও ঠিকানা  | ডিজিএফআই এর<br>ছাড়পত্র নম্বর ও<br>তারিখ                     |
|--------------|---|--|---|--|
| (২)          | বাড়ী#৫৯, রোড#৭,<br>ফ্ল্যাট#৫/সি, ক্যান্টনমেন্ট<br>বাজার এলাকা, ঢাকা<br>সেনানিবাস।      | ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আজিজুর রহমান (মিসেস প্রীতি<br>করিম এর নিযুক্তীয় আম-মোক্তার), ব্যবস্থাপনা<br>পরিচালক, এপার্টমেন্ট ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট লিঃ,<br>বাড়ী # ৫৯, রোড# ৭, ক্যান্টনমেন্ট বাজার<br>এলাকা, ঢাকা-১২০৬।<br>২৪ জানুয়ারি, ২০০৭ | মিসেস সুলতানা সুরাইয়া বখত,<br>স্বামী- মরহুম মোঃ মোকাদ্দুস<br>বখত<br>বাড়ী#৫৯, রোড#৭,<br>ফ্ল্যাট#৫/সি, ক্যান্টনমেন্ট<br>বাজার এলাকা, ঢাকা<br>সেনানিবাস। | ২২ মার্চ, ২০০৯<br>তারিখের<br>১৩০০/১২০/৫৭/৫ নং<br>পত্র।       |
| (৩)          | বাড়ী#৬৭/সি, রোড#৬/এ,<br>ফ্ল্যাট#৫/সি, ক্যান্টনমেন্ট<br>বাজার এলাকা, ঢাকা<br>সেনানিবাস। | লেঃ কর্ণেল মোঃ মোস্তফা কামাল (অবঃ)<br>এবং ডাঃ আলী আসকার কোরেশী।<br>১৬ অক্টোবর, ২০০৭  | বেগম কনক ইসলাম,<br>স্বামী- মোঃ রাশেদুল ইসলাম,<br>বাড়ী#৬৭/সি, ফ্ল্যাট#৫/সি,<br>রোড#৬এ, ক্যান্টনমেন্ট বাজার<br>এলাকা, ঢাকা সেনানিবাস।                    | ২১ আগস্ট, ২০০৮<br>তারিখের<br>১৩০০/১২০/৫৭/৫ নং<br>পত্র।       |
| (৪)          | বাড়ী#২৬/এ, রোড#৪/এ,<br>ফ্ল্যাট#৪/বি, ক্যান্টনমেন্ট<br>বাজার এলাকা, ঢাকা<br>সেনানিবাস।  | জনাব মোঃ হাসিবুল বাসার, ব্যবস্থাপনা<br>পরিচালক, এক্সিলেন্ট বিল্ডার্স লিঃ (খন্দকার<br>আওলাদ হোসেন ও খন্দকার এমদাদ<br>হোসেন, ২৬/এ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকা,<br>ঢাকা সেনানিবাস এর নিযুক্তীয় আম-<br>মোক্তার)।<br>০৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৬   | জনাব এস এম হারুনুর রশীদ<br>পিতা- এস এম শামসুল হক<br>২৪৪, ইব্রাহিমপুর (৩য় তলা)<br>থানা- কাফরুল, ঢাকা<br>সেনানিবাস, ঢাকা-১২০৬।                           | ১৭ জানুয়ারি, ২০০৭<br>তারিখের<br>১৩০০/১২০/৫৭/৫/গ<br>নং পত্র। |

সিদ্ধান্ত : উপরোল্লিখিত ফ্ল্যাটসমূহ প্রস্তাবিত ক্রেতাগণের অনুকূলে বিক্রয়/হস্তান্তরের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। তবে ভবিষ্যতে বিক্রয়/হস্তান্তর সংক্রান্ত প্রস্তাবের সাথে অননুমোদিত নির্মাণ ও কর পরিশোধের হালনাগাদ তথ্যাদিও উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্যসূচী-৮ : ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৯ নং বাড়ীর ৪/বি নং ফ্ল্যাট বিক্রয়/হস্তান্তর প্রসংগে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৯ নং প্লটের মালিক মিসেস প্রীতি করিম এর নিযুক্তীয় আম-মোক্তার এ্যাপার্টমেন্ট ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আজিজুর রহমান এর নিকট হতে উক্ত প্লটে নির্মিত বাড়ীর ৪/বি নং ফ্ল্যাটটি ক্রেতার জন্য মেজর ইভা জেসমিন চুক্তিবদ্ধ হন। এতদ্ব্যপারে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের ০৬ মার্চ, ২০০৯ তারিখের ১৩০০/৩০/১০/নিরাপত্তা নং পত্রের মাধ্যমে তাঁর অনুকূলে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। বিষয়টি গত ১৬ মার্চ, ২০০৯ তারিখের বোর্ডসভায় আলোচ্যসূচী- ১০(৫) এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলে আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণান্তে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের আইন উপদেষ্টা তাঁর ১২ এপ্রিল, ২০০৯ তারিখের মতামতে জানান যে, সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাটটি মেজর ইভা জেসমিন এর নামে রেজিস্ট্রি করে দিতে আইনগত কোন বাধা নেই।

সিদ্ধান্ত : ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৯ নং প্লটে নির্মিত বাড়ীর ৪/বি নং ফ্ল্যাটটি মেজর ইভা জেসমিন এর নিকট বিক্রয়/হস্তান্তরের নিমিত্তে অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যসূচী-৯ : রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের দোকান ভাড়া বিলম্বে পরিশোধের জন্য জরিমানা বৃদ্ধি প্রসংগে।

আলোচনা : বিষয়টির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর কর্তৃক ২৬ মে, ১৯৯৯ তারিখে অনুমোদিত দোকান ইজারা চুক্তিপত্রে উল্লেখিত শর্তাবলীর মধ্যে বিলম্ব ফি প্রতি দিনের জন্য ২/- (দুই) টাকা হারে ধার্য ছিল। যার ফলে অনেক দোকান মালিক নির্ধারিত সময়ে ভাড়া পরিশোধ করছেন না। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন দোকানসমূহ হতে নিয়মিত ভাড়া আদায়ের লক্ষ্যে উক্ত জরিমানা বৃদ্ধি করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে নিয়মিত দোকান ভাড়া আদায়ের লক্ষ্যে প্রতি দিন বিলম্বের জন্য ৫/- (পাঁচ) টাকা হারে জরিমানা আদায়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।



চলমান পাতা-৫



আলোচ্যসূচী-১০ : ডিওএইচএস ও ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ডিস/ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানের নীতিমালা সংশোধন প্রসঙ্গে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, গত ২৮ মে, ২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভায় আলোচ্যসূচী-২৫ এর মাধ্যমে ঢাকা সেনানিবাসসহ ডিওএইচএসসমূহে ইন্টারনেট/ডিস সার্ভিস প্রদানের জন্য একটি নীতিমালা অনুমোদিত হয়। উক্ত নীতিমালার অনেক শর্তাবলী সময়োপযোগী করার বিষয়ে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : অনুমোদিত নীতিমালার যে সকল শর্তাবলী পরিবর্তন/সংযোজন করা প্রয়োজন তা সংশোধন করে একটি খসড়া নীতিমালা বোর্ডের সকল সম্মানিত সদস্যকে সরবরাহ করা হোক এবং বিষয়টি আগামী সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যসূচী-১১ : রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ ০১(এক) বছর মেয়াদী ডি/৮৯ দোকানটির বরাদ্দ বাতিল প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : বিষয়টির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, গত ১২ জুন, ২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভায় রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে ৪ × ১২ বিশিষ্ট জায়গা নিজ খরচে দোকান করার জন্য সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রতি বর্গফুটের মাসিক ৩/- (তিন) টাকা ভাড়া এক বছরের জন্য বরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত দোকানটির পূর্ববর্তী নম্বর ছিল এ-৭৯/১ এবং বর্তমানে পরিবর্তিত নম্বর ডি/৮৯। যা বৎসর ভিত্তিক ৩০ জুন, ২০০৪ পর্যন্ত পুনঃ বরাদ্দ হয়েছিল। তবে সর্বশেষ বছরে প্রতি বর্গফুট জায়গার ভাড়া ৪/- টাকা হারে ধার্য করা হয়। ২০০৪ সনের পর উক্ত দোকানটি পুনঃ বরাদ্দের জন্য আর কোন আবেদন না করায় বোর্ড হতে পুনঃ বরাদ্দ করা হয়নি। যার ফলে উক্ত জায়গার ভাড়া বাবদ বোর্ডের ১১,৫২০/- টাকা পাওনা বকেয়া রয়েছে। উক্ত বকেয়া আদায়ের জন্য বোর্ড কর্তৃক দোকানটি ইতোমধ্যে তালাবদ্ধ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত : রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ ০১(এক) বছর মেয়াদী ডি/৮৯ নং অস্থায়ী দোকানটি ২০০৪ সালের পর হতে পুনঃ বরাদ্দের জন্য আবেদন না করায় এবং বোর্ডের পাওনা বকেয়া পরিশোধ না করায় উক্ত দোকানের বরাদ্দ বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। বকেয়া ভাড়া আদায় সাপেক্ষে দোকানের মাল্যমাল মালিককে বুঝিয়ে দিয়ে স্থানটি বোর্ডের দখলে আনা হোক।

আলোচ্যসূচী-১২ : ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে ডেভলোপারদের জন্য ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্স ফি বৃদ্ধি প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : বিষয়টির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকাসহ ঢাকা সেনানিবাসস্থ ডিওএইচএসসমূহে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোন ডেভলোপার কর্তৃক বাড়ী নির্মাণ করতে হলে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক। উক্ত ট্রেড লাইসেন্স ফি মাত্র ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা। একজন ডেভলোপার একটি মাত্র ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করে একাধিক বাড়ী নির্মাণ কাজ করে থাকেন বিধায় উক্ত ফি বর্ধিত করা যেতে পারে মর্মে সভায় সর্বসম্মতভাবে মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : ডেভলোপারদের ট্রেড লাইসেন্স ফি ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

চলমান পাতা-৬



আলোচ্যসূচী-১৩ : রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ ৫, ১০ এবং ৩০ বছর মেয়াদী দোকান হস্তান্তর ফি প্রসঙ্গে।

আলোচনা : বিষয়টির উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনায় জানা যায় যে, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে ইজারা প্রদত্ত ৫, ১০ ও ৩০ বছর মেয়াদী দোকানের পজেসন হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কোন হস্তান্তর অনুমতি ফি গ্রহণ করা হয় না। কেবলমাত্র নামজারী ফি বাবদ বিক্রয় ক্ষেত্রে ১০,০০০/- টাকা এবং উত্তরাধিকার/ দান এর ক্ষেত্রে ৫,০০০/- টাকা হারে আদায় করা হচ্ছে। বোর্ডের রাজস্ব বৃদ্ধি ও পজেসন হস্তান্তর নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে দোকান পজেসন হস্তান্তরের জন্য বোর্ডের পূর্বানুমতি গ্রহণ করাসহ ফি আরোপ করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন ৫, ১০ ও ৩০ বছর মেয়াদী দোকানসমূহ হস্তান্তরের পূর্বে অবশ্যই বোর্ডের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হস্তান্তর অনুমতি ফি ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা ও উত্তরাধিকার/দান এর ক্ষেত্রে নামজারী ফি ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এছাড়া রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের যে সকল দোকান বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে হস্তান্তর করা হয়েছে তাদের তালিকা আগামী সভায় উপস্থাপন করার জন্য ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসারকে অনুরোধ জানানো হলো।

আলোচ্যসূচী-১৪ : রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ বি/২৯, ৮/৫ ও ১৩/১৬ নং দোকান প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : (ক) প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ ৮/৫ নং দোকানটি প্রাথমিক অবস্থায় চাউলের আড়ৎ হিসেবে বরাদ্দ ছিল। ১৯৮৯ সনে দোকানটির পজেসন খরিদসূত্রে মালিক মিসেস মীনা কবির। অত্র দপ্তরের ১০ জুন, ২০০২ তারিখের ঢাক্যাবো/রঃগঃসুঃমা/৮/৩৬ নং পত্রের মাধ্যমে উক্ত দোকানের দক্ষিণ পার্শ্বে ২৪ × ৪ জায়গা ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু তার জন্য কোন ভাড়া ধার্য করা হয়নি। এ ছাড়াও উক্ত দোকানের পজেসনের মালিকানা সংক্রান্ত বিষয়ে যুগ্ম জেলা জজ ২য় আদালতে ৩৩৬/০৫ নং মামলা বিচারাধীন আছে। ফলে উক্ত দোকানের নিকট এপ্রিল, ২০০৯ পর্যন্ত ৬২,২৬৬/- টাকা ভাড়া পাওনা রয়েছে। অপরদিকে বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে উক্ত দোকানে হোটেল ব্যবসা করা হচ্ছে। উক্ত দোকানের ইজারা মেয়াদ ৩১ মে, ২০০৬ তারিখে উত্তীর্ণ হওয়ায় এর ইজারা বাতিলের ব্যাপারে আইনগত কোন বাধা নেই মর্মে অত্র দপ্তরের আইন উপদেষ্টা মতামত পেশ করেছেন। উপর্যুক্ত অবস্থার আলোকে উক্ত ৮/৫ নং দোকানের ইজারা বাতিল করা যেতে পারে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

(খ) রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ বি/২৯ নং দোকানটি সামরিক কোটায় ১৯৮৯ সনে ল্যাঃ নাঃ মোঃ মকর উদ্দিন (অবঃ) এর নামে বরাদ্দ করা হয়। ইজারা গ্রহীতা বিভিন্ন সময়ে দোকানের পজেসন যথাক্রমে জনাব সুলতানুল আলম, মেজর হানিফ (অবঃ) এবং সার্জেন্ট ওসমান সরদার এর নিকট বিক্রয় করেন মর্মে জানা যায়। উক্ত তিন জনের মধ্যে জনাব সুলতানুল আলম আবার জনাব মোস্তাফিজুর রহমান এর নিকট বিক্রয় করেছেন মর্মে জানা যায়। উক্ত দোকানের উপর বিভিন্ন আদালতে মামলা/মোকদ্দমা বিচারাধীন আছে। গত ২৭ ডিসেম্বর, ২০০৭ তারিখে দোকানটি তালাবদ্ধ করে বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ১৯৯৯ সালে উক্ত দোকানের ইজারা মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। এপ্রিল, ২০০৯ পর্যন্ত উক্ত দোকানের ভাড়া বাবদ বোর্ড ১৩,৮২৬/- টাকা প্রাপ্য। ইজারার শর্ত ভঙ্গ করা হয়েছে বিধায় উক্ত দোকানের ইজারা বাতিলের বিষয়ে আইনগত কোন বাধা নেই মর্মে অত্র দপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা আইনগত মতামত প্রদান করেছেন। উপর্যুক্ত অবস্থার আলোকে বি/২৯ নং দোকানের ইজারা বাতিল করা যেতে পারে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

গ) আলোচনায় জানা যায় যে, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটেস্থ হার্ডস্ট্যাড্ডে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অত্র দপ্তরের ০৮/১/০৫ তারিখের ঢাক্যাবো/রঃগঃসুঃমাঃ/হার্ডস্ট্যাড্ড/১/১১৫ নং পত্রের মাধ্যমে জনাব মোঃ শাহ মানিক-কে অনুমতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে জনাব মোঃ শাহ মানিক এর ১৪ জুন, ২০০৫ তারিখের আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্র দপ্তরের ০২ জুলাই, ২০০৫ তারিখের ঢাক্যাবো/রঃগঃসুঃমাঃ/ হার্ডস্ট্যাড্ড/১/৪ নং পত্রের মাধ্যমে মাসিক ৪৫০/- টাকা ভাড়ায় ১০'×১৫' জায়গায় নিজ খরচে ঘর করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়।

সিদ্ধান্ত : (ক) রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ ৮/৫ নং দোকানের ইজারা মেয়াদ ৩১ মে, ২০০৬ তারিখে উত্তীর্ণ হওয়ায় উক্ত দোকানের ইজারা বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। দোকানটি বোর্ডের দখলে আনা হোক।

(খ) রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ বি/২৯ নং দোকানের ইজারা মেয়াদ ১৯৯৯ সালে উত্তীর্ণ হওয়ায় উক্ত দোকানটির ইজারা বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। দোকানটি বোর্ডের দখলে আনা হোক।

(গ) রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ ১৩/১৬ নং দোকানের বরাদ্দ বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত দোকানের ১৫' × ১০' জায়গা জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, পিতা- মৃত মোঃ আব্দুস ছমিদ-কে ০১(এক) বছর মেয়াদে প্রতি বর্গফুট ৭/- (সাত) টাকা মাসিক ভাড়ায় সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে বরাদ্দ করা হলো।



আলোচ্যসূচী-১৫ : ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ১ নং রোডের ০.১২৫ একর জমিসহ ৯/এ নং বাড়ী ও তৎসংলগ্ন পুকুড় হতে আরো ০.১২৫ একর জমিসহ মোট ০.২৫০ একর জমি আন্তঃ বাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর-কে বরাদ্দ প্রদান প্রসংগে।

আলোচনা : ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫৪৪৫ বর্গফুট (৭.৫৬ কাঠা) বিশিষ্ট প্লট ও প্লটে নির্মিত ৯/এ নং প্লটে পরিত্যক্ত বাড়ীটি বর্তমানে আইএসপিআর এর পজেশনে আছে। উক্ত প্লটের পশ্চিম-দক্ষিণ পার্শ্ব 'সি' শ্রেণীভুক্ত ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ২১,৬০০ বর্গফুট বিশিষ্ট জলাশয় হতে ০.১২৫ একর জমিসহ মোট ০.২৫০ একর জমি আইএসপিআরকে স্থায়ীভাবে বরাদ্দ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ প্রসংগে উল্লেখ্য যে, উক্ত পুকুরটি ফেব্রুয়ারি, ২০১১ পর্যন্ত মেয়াদে ইজারা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের উন্মুক্ত স্থান সংরক্ষণ করার বিষয়ে সভায় মত পোষণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত জমিটি ইজারা/বরাদ্দ প্রদান না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। বিষয়টি আইএসপিআর কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হোক।

আলোচ্যসূচী-১৬ : সদর মহাখালীস্থ 'সি' শ্রেণীভুক্ত ৩৭ শতাংশ জমি সেনাকল্যাণ সংস্থার নিকট হস্তান্তর প্রসংগে।

আলোচনা : বিষয়টির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, সেনাসদর, কিউএমজি শাখা, এমএলকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ তারিখের ৩৯১৭/১/ ঢাকা-১২/এমকিউ-২ নং পত্রের মাধ্যমে মহাখালী বাণিজ্যিক ৭ নং প্লটের সম্মুখে ৩৭ শতক জমি সেনাকল্যাণ সংস্থাকে লীজ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু উক্ত স্থানে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ইতোপূর্বে ৩০ বছর মেয়াদে ৪টি প্লট ইজারা প্রদান করা হয়েছিল। নিম্নে এর বিবরণ প্রদান করা হলো :-

| ক্রমিক নং | ইজারা গ্রহীতার নাম   | প্লট নম্বর | জমির পরিমাণ                 | ইজারা মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ |
|-----------|----------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------|
| (১)       | বেগম উম্মে কুলসুম    | ১          | ৩১৬৮ বর্গফুট                | ১৭/৪/১৯৯২                     |
| (২)       | জনাব আবু জাফর মুসলিম | ২          | ২২০৫ বর্গফুট                | ১৫/৬/১৯৯৯                     |
| (৩)       | জনাব মওদুদুর রহমান   | ৩          | ২২০৫ বর্গফুট                | ১৫/৬/১৯৯৯                     |
| (৪)       | হাজী নাজিম উদ্দিন    | ৪          | ২২০৫ বর্গফুট                | ১৫/৬/১৯৯৯                     |
|           |                      | মোট =      | ৯৭৮৩ বর্গফুট<br>(২২.৪৩ শতক) |                               |

উল্লেখ্য যে, উক্ত ১ নং প্লটের ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক ইজারা নবায়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে মাননীয় হাইকোর্টে ২৬৮/৯৭ নং রীট পিটিশন দায়ের করা হয়। যা অদ্যাবধি বিচারাধীন আছে। এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণ জানান যে, সেনাকল্যাণ সংস্থা একটি কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান এবং এর আয়ের সিংহভাগ অবসরপ্রাপ্ত/মৃত/শহীদ সেনা সদস্য ও তাঁদের পরিবারের সাহায্যার্থে ব্যবহৃত হয় বিধায় আলোচ্য ৩৭ শতক জমি সেনা কল্যাণ সংস্থাকে লীজ প্রদান করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : মহাখালী বাণিজ্যিক ৭ নং প্লটের সম্মুখস্থ ৩৭ শতক জমি সেনাকল্যাণ সংস্থাকে লীজ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক।

আলোচ্যসূচী-১৭ : কমিউনিকেশন ওয়ান কর্তৃক মহাখালী ডিওএইচএস এলাকায় ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।

আলোচনা : বিষয়টির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, কমিউনিকেশন ওয়ান কর্তৃক মহাখালী ডিওএইচএস এলাকায় ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানের অনুমতি চেয়ে অত্র দপ্তরে আবেদন করা হলে নিরাপত্তা ছাড়পত্রের জন্য প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের ১০ আগস্ট, ২০০৮ তারিখে ১৯০০/৬০/ডিজিএফআই/২ নং পত্রের মাধ্যমে নিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদান করা হয় এবং এতদ্বিধয়ে মহাখালী ডিওএইচএস পরিষদও অনাপত্তি ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। উপর্যুক্ত অবস্থার আলোকে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে মহাখালী ডিওএইচএস এলাকায় ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : বোর্ডের অনুমোদিত নীতিমালার আলোকে কমিউনিকেশন ওয়ান-কে মহাখালী ডিওএইচএস এলাকায় ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানের অনুমতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যসূচী-১৮ : রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ ০১(এক) বছর মেয়াদী টিনশেড ব্লকের ৩০(ত্রিশ)টি, কর্মকার ব্লকের ১৬(ষোল)টি, বেকারী ব্লকের ৯(নয়)টি এবং ডি ব্লকের ০১(এক)টি দোকানের ইজারা মেয়াদ উত্তীর্ণের প্রেক্ষিতে পরবর্তী মেয়াদে পুনঃ বরাদ্দ প্রসঙ্গে।

আলোচনা : আলোচনায় জানা যায় যে, (ক) রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে জনতা ব্যাংকের উত্তর পার্শ্বে (টিনশেড) ৩০টি দোকান প্রতিটি ৬,০০০/- টাকা সালামী গ্রহণান্তে ০৩(তিন) বছরের জন্য পুনঃ বরাদ্দ প্রদানপূর্বক মাসিক ভাড়া প্রতি বর্গফুটের জন্য ৫/৫০ হারে ধার্য করা হয়েছিল। ইতোমধ্যে উক্ত ইজারা মেয়াদ ৩১/১২/২০০৮ তারিখে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। (খ) রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ কর্মকার ব্লকের ০১(এক) বছর মেয়াদী ১৬(ষোল)টি দোকানের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখে উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। (গ) পুকুর পাড়/বেকারী ব্লকের এক বছর মেয়াদী ৯(নয়)টি দোকান এবং ডি-৮৮/১ নং দোকানের মেয়াদ ২০০৯ সালে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। বিস্তারিত আলোচনান্তে উক্ত দোকানগুলি সালামী গ্রহণ করে ০৩(তিন) বছর মেয়াদে বরাদ্দ প্রদান করার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : উল্লেখিত দোকানগুলি ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা সালামীতে ০৩(তিন) বছর মেয়াদে পুনঃবরাদ্দ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। উক্ত দোকানের মাসিক ভাড়া প্রতি বর্গফুট ৭/- (সাত) টাকা হারে পরিশোধ করতে হবে। ৩০ জুন, ২০০৯ এর মধ্যে যে সকল দোকান মালিক পুনঃ বরাদ্দের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হবেন তাদের বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।

আলোচ্যসূচী-১৯ : (ক) রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের দোকানসমূহ উপ-ভাড়া প্রদানের নীতিমালা প্রসঙ্গে।

(খ) রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ দোকানসমূহের ভাড়া ২৫% বৃদ্ধিকরণ প্রসঙ্গে।

আলোচনা : (ক) রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের দোকান ইজারার অনুমোদিত চুক্তিপত্রের শর্তাবলীর ৪ নং অনুচ্ছেদে দোকান বিভাজন/আংশিক হস্তান্তর/ভাড়া দেয়া যাবে না মর্মে উল্লেখ আছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অনেক দোকানই ভাড়া দেয়া হয়েছে। এমতাবস্থায়, দোকান ভাড়া দেয়ার ব্যাপারে বোর্ডের পূর্বনুমতি/ভাড়া চুক্তিপত্রে বোর্ডের প্রতিস্বাক্ষরান্তে এক কপি বোর্ডে রাখতে হবে। সেনানিবাসের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোন ব্যক্তির নিকট দোকান ভাড়া দেয়া যাবে না ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা।



(খ) দোকান ইজারার অনুমোদিত চুক্তিপত্রের শর্তাবলীর ৩ নং অনুচ্ছেদে ৩ বছর অন্তর দোকান ভাড়া বৃদ্ধি করা যাবে মর্মে উল্লেখ করা আছে। সেমতে ইতোপূর্বে গত ২৮ আগস্ট, ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার আলোচ্যসূচী-৩০ এর মাধ্যমে দোকান ভাড়া বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এমতাবস্থায়, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের দোকান ভাড়া সময়োপযোগী হারে বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত :

(ক) রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের কোন দোকান ভাড়া দেয়ার পূর্বে অবশ্যই বোর্ডের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে বোর্ডকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ফি পরিশোধ করতে হবে। ইতোমধ্যে যে সকল দোকান বোর্ডের অনুমতি ব্যতিরেকে ভাড়া/উপ-বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে তাদেরকেও উক্ত ফি পরিশোধ করে বিষয়টি নিয়মিতকরণ করতে হবে। আগামী ৩১ মে, ২০০৯ তারিখের মধ্যে ভাড়া/উপ-বন্দোবস্ত প্রদত্ত যে সকল দোকান নিয়মিতকরণ করতে ব্যর্থ হবে তাদের দোকান বরাদ্দ বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। তবে শর্ত থাকে যে, কোন অবস্থাতেই দোকান বিভাজন করা যাবে না।

(খ) রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের দোকানসমূহের মাসিক ভাড়া ২৫% বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। আগামী ০১ জুলাই, ২০০৯ তারিখ থেকে উক্ত ভাড়ার হার কার্যকর হবে।

আলোচ্যসূচী-২০ : ঢাকা সেনানিবাসস্থ ডিওএইচএস বনানী, মহাখালী, বারিধারা, মিরপুর ও সেনানিবাস বর্ধিত এলাকায় বাড়ী নির্মাণের নিমিত্তে নিম্নোক্ত নকশাসমূহ অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :-

| ক্রমিক নং | মালিকের নাম  | প্লট নম্বর                             | এলাকার নাম           | মন্তব্য   |
|-----------|--|--|----------------------|---|
| (১)       | বিএসএস-৭৩৫ লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মোঃ সামসুদ্দিন আহমেদ   | ৩৪৬                                    | বারিধারা<br>ডিওএইচএস | সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা<br>(৫ম তলার উপর ৬ষ্ঠ তলা<br>নির্মাণ)।                         |
| (২)       | বিএ-১০০২১২ ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ ইসমাইল হোসেন  | ৪০৭/৯                                  | বারিধারা<br>ডিওএইচএস | সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা<br>ভবন নির্মাণ<br>(আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন)।                      |
| (৩)       | বিএ-৬২৮ কর্ণেল কাজী আশরাফ উদ্দিন আহমেদ   | ২২০                                    | বারিধারা<br>ডিওএইচএস | সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা<br>(৫ম তলার উপর ৬ষ্ঠ তলা<br>নির্মাণ)।                         |
| (৪)       | আলহাজ্ব মোঃ নজরুল ইসলাম মজুমদার  | সি/১০১                                 | মহাখালী<br>ডিওএইচএস  | সংশোধিত ০৫(পাঁচ) তলা<br>ভবন নির্মাণ(আভ্যন্তরীণ<br>পরিবর্তন)।                      |
| (৫)       | বিএ-১৭৮৩ ব্রিগেঃ জেনাঃ মোহাম্মদ এনামুর রহমান চৌধুরী  | ৩৪৯                                    | মিরপুর<br>ডিওএইচএস   | সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা<br>ভবন নির্মাণ<br>(আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন)।                      |
| (৬)       | বিএ-১৯৭০ ব্রিগেঃ জেনাঃ মোঃ শহিদুর রহমান  | ৬১২                                    | মিরপুর<br>ডিওএইচএস   | সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা<br>ভবন নির্মাণ<br>(আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন)।                      |
| (৭)       | বিএ-১৯২৬ কর্ণেল মোঃ জালাল উদ্দিন   | ৭৭৯                                    | মিরপুর<br>ডিওএইচএস   | সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা<br>ভবন নির্মাণ<br>(আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন)।                      |
| (৮)       | বিএসএস-১৬০৫ মেজর জুলফিকার মোঃ সাজ্জাদ হোসেন  | ১৫৪                                    | মিরপুর<br>ডিওএইচএস   | সংশোধিত<br>২টি প্লটে যৌথভাবে<br>০৬(ছয়) তলা ভবন নির্মাণ<br>(আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন)। |
|           | বিএসএস-১৬০১ মেজর আল মুসাদ্দেক মাহতাবুর রহমান   | ১৫৫                                    |                      |   |
| (৯)       | বিডি-৭০৪০ এয়ার কমন্ডার এম শাহজাহান সরকার  | ৬১৭                                    | মিরপুর<br>ডিওএইচএস   | ২টি প্লটে যৌথভাবে<br>০৬(ছয়) তলা নতুন ভবন<br>নির্মাণ                              |
|           | (১) মিসেস কামরুন্নাহার<br>স্বামী- মরহুম বিএ-১৭৩১ লেঃ কর্ণেল আসাদুল্লাহ মুহাম্মদ সালামান                      | ৬১৯                                    |                      |   |
|           | (২) সাকিয়া সারওয়াত   |  |                      |   |
|           | (৩) রায়িয়া নুসরাত<br>(৪) নাশিবা সামারাত<br>সর্বপিতা- মরহুম বিএ-১৭৩১ লেঃ কর্ণেল আসাদুল্লাহ মুহাম্মদ সালামান |  |                      |   |
| (১০)      | পি নং-৩৫১ কমান্ডার এ কে এম হারেস উদ্দিন  | ৪৬৩                                    | মিরপুর<br>ডিওএইচএস   | ২টি প্লটে যৌথভাবে<br>০৬(ছয়) তলা নতুন ভবন<br>নির্মাণ                              |
|           | বিএ-১০০৩০৩ ব্রিগেঃ জেনাঃ এ কে ফরিদুজ্জামান   | ৪৬৫                                    |                      |   |
| (১১)      | বিএসএস-১৭৮৯ লেঃ কর্ণেল সৈয়দ হাসান ইকবাল   | ৩৪৫                                    | মিরপুর<br>ডিওএইচএস   | সংশোধিত ০৬(ছয়) তলা<br>ভবন নির্মাণ<br>(আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন)।                      |
| (১২)      | জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম গং  | সিবি-১৯৪,<br>১৯৬<br>সিএস দাগ<br>নং-১৪৪ | মৌজা-<br>লালাসরাই    | ০৬ (ছয়) তলা নতুন ভবন<br>নির্মাণ।   |

চলমান পাতা-১০



| ক্রমিক নং | মালিকের নাম                  | প্লট নম্বর                     | এলাকার নাম        | মন্তব্য                            |
|-----------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| (১৩)      | জনাব মোঃ একরাউল আমিন (মানিক) | সিবি-২০৯<br>সিএস দাগ<br>নং-১০১ | মৌজা-<br>লালাসরাই | ০৬ (ছয়) তলা নতুন ভবন<br>নির্মাণ।  |
| (১৪)      | মিসেস জাহানারা বেগম          | সিবি-<br>২১১/৯,<br>সিএস- ১০২   | মৌজা-<br>লালাসরাই | ০৫ (পাঁচ) তলা নতুন ভবন<br>নির্মাণ। |
| (১৫)      | জনাব মোঃ মাইনুল হক গং        | সিবি-<br>২০৭/২,<br>সিএস-১০৭    | মৌজা-<br>লালাসরাই | ০৬ (ছয়) তলা নতুন ভবন<br>নির্মাণ।  |

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, উল্লেখিত ১৫(পনের)টি নকশা সেনানিবাস (ইমারত নির্মাণ)  
উপ-আইন মোতাবেক কারিগরীভাবে সঠিক আছে।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : উপরোল্লিখিত ১৫(পনের)টি আবাসিক ভবনের নকশা অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। তবে বকেয়া গৃহকর  
পরিশোধ করতে হবে।

আলোচ্যসূচী-২১ : ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের মূল্যানুমান অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :-

| ক্রমিক নং | কাজের বিবরণ  | মূল্যানুমান<br>এমইএস সিভিউল অব রেইটস,<br>২০০৭ মোতাবেক | মন্তব্য                           |
|-----------|--|---|-----------------------------------|
| (১)       | রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের পুরাতন রাস্তা সংস্কার ও মেরামত<br>পিসিসিকরণ, ড্রেন নির্মাণ ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ।   | ৯,৯৮,০০০/- টাকা                                       | প্রাপ্ত অনুদান<br>১০,০০,০০০/-     |
| (২)       | মুসলিম মডার্ণ একাডেমীর দরজা, জানালা পুনঃ নির্মাণ, সিঁড়িতে<br>মোজাইক, চিলে কোঠার ছাউনি পরিবর্তন ও অন্যান্য কাজ।  | ৩,০০,০০০/- টাকা                                       | প্রাপ্ত অনুদান<br>৩,০০,০০০/-      |
| (৩)       | বনানী ডিওএইচএস এলাকার রোড নং- ৪/এ মেরামত ও কার্পেটিং<br>কাজ।   | ১,৮৮,০০০/- টাকা                                       | প্রাপ্ত অনুদান<br>২,০০,০০০/-      |
| (৪)       | মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার ১৯/এ নং রোডের পূর্ব পাশ দিয়ে ২৭২ নং<br>প্লট হতে ২৭৭ নং প্লটের উত্তর পার্শ্ব দিয়ে লেক পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।  | ৪,৯১,৫৬৯/- টাকা                                       | প্রাপ্ত অনুদান<br>৩,০০,০০০/-      |
| (৫)       | শহীদ মোস্তফা কামাল লাইন এলাকায় বসবাসরত<br>জেসিও/ওয়ারআরএসগণের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি শিশুপার্ক নির্মাণ।   | ১,৯৭,৯৮২/- টাকা                                       | প্রাপ্ত অনুদান<br>২,০০,০০০/-      |
| (৬)       | সেনানিবাস কবরস্থানের জন্য জিআই পোল দ্বারা নিরাপত্তা বাতি<br>সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।   | ৭,৬১,৬৬০/- টাকা                                       | প্রাপ্ত অনুদান<br>৩,০০,০০০/-      |
| (৭)       | রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের কশাইখানার উত্তর পার্শ্ব ১৬'x১০' এবং<br>ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৫ নং রোডের পার্শ্ব ৭'x৪' সাইজের<br>দুইটি ডাস্টবিন নির্মাণ কাজ।   | ৭০,৩২১/- টাকা   | মেরামত ও<br>রক্ষণাবেক্ষণ।         |
| (৮)       | মিরপুর সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পের ৩য় ধাপের (দক্ষিণ পূর্ব<br>অংশে) বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।  | ৫৮,০৮,৯০১/- টাকা                                      | মিরপুর ডিওএইচএস<br>উন্নয়ন তহবিল। |
| (৯)       | কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন<br>ড্রেন পরিষ্কার ও মেরামত কাজ :-<br>ফপ-ক : মুসলিম মডার্ণ একাডেমীর উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বের সীমানা দেয়াল<br>সংলগ্ন ড্রেন সংস্কার ও ময়লা পরিষ্কারকরণ (ড্রেনের দৈর্ঘ্য ২৯৮'-০'')। | ১,৯৫,৫৭৭/- টাকা                                       | অনুদান                            |
|           | ফপ-খঃ মুসলিম মডার্ণ একাডেমীর দেয়াল হতে পশ্চিম দিকে তামান্না<br>কমপ্লেক্স পর্যন্ত ড্রেন পরিষ্কার ও আরসিসি স্ল্যাব নির্মাণ কাজ (ড্রেনের<br>দৈর্ঘ্য ১০০০'-০'')।  | ১,২৩,৫৬২/- টাকা                                       | অনুদান                            |
|           | ফপ-গঃ সিবি-৭২ হতে সিবি-১৪১/এ পর্যন্ত ড্রেন পরিষ্কার, আরসিসি<br>স্ল্যাব নির্মাণ ও পিসিসি রাস্তা মেরামত (ড্রেনের দৈর্ঘ্য ১০২৮'-০'')।   | ১,৯৮,২৭৯/- টাকা                                       | অনুদান                            |
|           | ফপ-ঘঃ সিবি-১৪১/এ হতে পশ্চিম দিকে সিবি-১৫১ পর্যন্ত এবং<br>সিবি-১৫১ হতে সিবি-২১০ পর্যন্ত আরসিসি পাইপ ড্রেন পরিষ্কার ও<br>ম্যানহোল মেরামত কাজ (ড্রেনের দৈর্ঘ্য ৫৮৪'-০'')।   | ১,৯৫,৯৫৬/- টাকা                                       | অনুদান                            |
| (১০)      | কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার সিবি-১৪১/এ হতে সিবি-১৩৩ পর্যন্ত<br>কাঁচা রাস্তা পাকাকরণ ও ড্রেন নির্মাণ।   | ৬,৪২,৪৯২/- টাকা                                       | অনুদান                            |
| (১১)      | কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার সিবি-২১০ হতে মিরপুর লিংক রোড<br>পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজ (দৈর্ঘ্য ৫৫০'-০'')।   | ৩৪,১১,২৭৫/- টাকা                                      | অনুদান                            |
| (১২)      | কচুক্ষেত পুরান বাজার এলাকার সিবি-২১০ হতে মিরপুর লিংক রোড পর্যন্ত<br>আরসিসি পাইপ ড্রেন (১২০০ মি. মি.) নির্মাণ কাজ (দৈর্ঘ্য ৫৫০'-০'')।   | ১৯,৭৮,৭৭৮/- টাকা                                      | অনুদান                            |
| (১৩)      | স্বাধীনতা সরণি হতে বনানী ডিওএইচএস এর সংযোগ সড়ক (পুকুর<br>পাড়) মেরামত ও কার্পেটিং কাজ।  | ২,২৪,৪২৩/- টাকা                                       | অনুদান                            |
| (১৪)      | মিরপুর ডিওএইচএস এর ২য় ধাপের রোড নং-৩৫ এ মাটি ভরাটসহ<br>ইটের সলিংকরণ কাজ (নতুন রাস্তা) (দৈর্ঘ্য ৭২০'-০'')।   | ২৯,৩৪,৫৯২/- টাকা                                      | মিরপুর ডিওএইচএস<br>উন্নয়ন তহবিল  |

চলমান পাতা-১১



আলোচনা : উপরোল্লিখিত প্রকল্পসমূহের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ক্রমিক নং-৩ এ উল্লেখিত বনানী ডিওএইচএস এর ৪/এ নং রোডের পরিবর্তে বনানী ডিওএইচএস এর পুকুর পাড় সংলগ্ন প্রবেশ রাস্তাটি মেরামত করা যেতে পারে। ক্রমিক নং-৭ এ উল্লেখিত রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের কশাইখানার উত্তর পার্শ্বের ডাস্টবিনটি ওয়াসার পাম্পের পূর্ব পার্শ্বে স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত এবং অন্যান্য প্রকল্পসমূহের মূল্যানুমান অনুমোদন করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : উপরোল্লিখিত ১৪(চৌদ্দ)টি প্রকল্পের মধ্যে ক্রমিক নং-৩ ব্যতীত অবশিষ্ট ১৩টি প্রকল্পের মূল্যানুমান অনুমোদন করা হলো। ক্রমিক নং-৯ এ বর্ণিত প্রকল্পটির জন্য দরপত্র আহ্বান করে কার্যক্রম গ্রহণ করা হোক। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে জরুরী ভিত্তিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক।

আলোচ্যসূচী-২২ : ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নবর্ণিত ০৭(সাত)টি কাজের সর্বনিম্ন দর অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :-

| ক্রমিক নং | কাজের বিবরণ   | অনুমোদিত মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস, ২০০৭ মোতাবেক | সর্বনিম্ন দর প্রদানকারী ফার্মের নাম | সর্বনিম্ন উদ্ধৃত দর | মন্তব্য                    |
|-----------|---|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| (১)       | শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজের নিকটবর্তী শহীদ সরণি ও স্বাধীনতা সরণির সংযোগস্থলের দক্ষিণ পূর্ব অংশ হতে ৯০১ সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপ পর্যন্ত ফুটপাথ ডেঙ্গে রাস্তা প্রশস্তকরণ ও ফুটপাথ পুনঃনির্মাণ কাজ। | ৩০,০০,০০০/- টাকা   | মেসার্স মনি ট্রেডিং কর্পোরেশন       | ২৫,৭৫,৬৩৩/৯৮ টাকা   | অনুদান                     |
| (২)       | রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের জনতা ব্যাংক ভবনের আংশিক টাইলস্ সরবরাহ, স্থাপন ও মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।  | ২,৫৬,২৮৮/- টাকা  | মেসার্স রহমান ট্রেডার্স             | ২,১৪,২৭৮/৮৭         | মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত। |
| (৩)       | ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতালের সংস্কার মেরামত ও রংকরণ কাজ।  | ৩,৭৪,৪৫২/- টাকা  | মেসার্স আমিন ব্রাদার্স              | ২,৯৬,৪২১/৯০ টাকা    | মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত। |
| (৪)       | শহীদ রমজি উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুলের নব-নির্মিত শ্রেণী কক্ষের আসবাবপত্র তৈরী ও সরবরাহকরণ।   | ৫,০০,০০০/- টাকা  | মেসার্স ইরা এন্টারপ্রাইজ            | ৪,০৯,৯৫৩/- টাকা     | অনুদান                     |
| (৫)       | সেনাপল্লী উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ সমতলসহ ভিটি বাধু ভরাট করে উন্নয়নকরণ এবং মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ।   | ৫,৩৪,৩৫০/- টাকা  | মেসার্স জুই এন্টারপ্রাইজ            | ৬,০৩,৮১১/৩৫ টাকা    | অনুদান ও বিদ্যালয় তহবিল   |
| (৬)       | ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নিয়ন্ত্রিত ২৫/এ তৃতীয় তলা পশ্চিম পার্শ্ব, ২৫/এ নিচতলা পূর্ব পার্শ্ব, ৪৮/এ (নতুন বিল্ডিং ২য় তলা দক্ষিণ পার্শ্ব) এবং ৬৫/ডি-১২ মেরামত, সংস্কার ও রংকরণ কাজ।                           | ১,৫৫,০২৫/- টাকা  | মেসার্স হাবিব এন্ড সন্স কোং         | ১,৬৭,৯২২/৮০ টাকা    | মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত  |
| (৭)       | রিভারভিউ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড স্কুলের টয়লেট নির্মাণ কাজ।  | ৫০,০০০/- টাকা  | মেসার্স দি আজাদ কনস্ট্রাকশন         | ৫৪,৬০৯/৬৮ টাকা      | অনুদান                     |

আলোচনা : TEC (Tender Evaluation Committee) কর্তৃক ক্রমিক নং-১ হতে ৪ পর্যন্ত ০৪(চার)টি কাজের প্রদত্ত সর্বনিম্ন দর বাজার দরের অনেক নিম্নে এং ক্রমিক নং-৫, ৬ ও ৭ এর প্রদত্ত দর বাজার দরের সাথে সমাঞ্জস্যপূর্ণ মর্মে প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে। বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী কাজগুলি জরুরী ভিত্তিতে সম্পন্ন করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত : ক্রমিক নং-১ হতে ৭ পর্যন্ত ০৭(সাত)টি কাজের সর্বনিম্ন দর নিম্নোক্তভাবে অনুমোদন করা হলো :-

| ক্রমিক নম্বর | অনুমোদিত দর       |
|--------------|-------------------|
| ক্রমিক নং-১  | ২৫,৭৫,৬৩৩/৯৮ টাকা |
| ক্রমিক নং-২  | ২,১৪,২৭৮/৮৭       |
| ক্রমিক নং-৩  | ২,৯৬,৪২১/৯০ টাকা  |
| ক্রমিক নং-৪  | ৪,০৯,৯৫৩/- টাকা   |
| ক্রমিক নং-৫  | ৬,০৩,৮১১/৩৫ টাকা  |
| ক্রমিক নং-৬  | ১,৬৭,৯২২/৮০ টাকা  |
| ক্রমিক নং-৭  | ৫৪,৬০৯/৬৮ টাকা    |

চূড়ান্ত অনুমোদনসহ ব্যয়ের অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক।

চলমান পাতা-১২

আলোচ্যসূচী-২৩ : ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আর্মি কঞ্জারভেন্সী শাখার ঢাকা মেট্রো-অ-১১-১২৬৯ নং গাড়ীর একটি ব্যাটারী (১২ ভোল্ট ১৫ প্লেট) সরবরাহ প্রসংগে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, আর্মি কঞ্জারভেন্সী শাখার মেট্রো-অ-১১-১২৬৯ নং গাড়ীর ব্যাটারী গত ১২/১২/০৭ তারিখে ক্রয় করা হয়। ব্যাটারীটি অচল হওয়ার কারণে নতুন ব্যাটারী ক্রয়ের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে রহিম আফরোজ এর লুকাস ব্যাটারী কোম্পানী দরে ক্রয় করা যেতে পারে। উক্ত ব্যাটারী ক্রয় করতে ৯৩৮৫/- (নয় হাজার তিনশত পঁচাশি) টাকা ব্যয় হবে। যা আর্মি কঞ্জারভেন্সী খাত হতে নির্বাহ করা হবে। কোম্পানীর নির্ধারিত দরে ব্যাটারী ক্রয়ের অনুমোদন দেয়া যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : কোম্পানীর নির্ধারিত দরে সরাসরি কোম্পানী হতে একটি ব্যাটারী (১২ ভোল্ট ১৫ প্লেট) ক্রয়ের জন্য ৯,৩৮৫/- (নয় হাজার তিনশত পঁচাশি) টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। আর্মি কঞ্জারভেন্সী খাত হতে ব্যয় নির্বাহ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হোক।

আলোচ্যসূচী-২৪ : ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সাধারণ কঞ্জারভেন্সী শাখার ঢাকা মেট্রো-অ-১১-০০১৪ নং গাড়ীর ০৩(তিন) সেট হোসেন টায়ার টিউব (সাইজ ৭-৫০-১৬ আর্মি বিট) সরবরাহ প্রসংগে।

আলোচনা : বিষয়টির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, সাধারণ কঞ্জারভেন্সী শাখার ঢাকা মেট্রো-অ-১১-০০১৪ নং গাড়ীর জন্য গত ১২/১১/০৭ তারিখে ০৪টি টায়ার ক্রয় করা হয়। বর্তমানে গাড়ীর টায়ারগুলি ক্ষয় হয়ে যাওয়ার কারণে প্রায়শঃই চাকা লিক/পাংচর হয়ে যায়। তাছাড়া পর পর দুটি টায়ার বাস্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আপাততঃ ০৩টি নতুন টায়ার ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়। মেসার্স টায়ার এন্ড ব্যাটারী বাজার, ৬০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা কর্তৃক (বাংলাদেশী হোসেন টায়ার) প্রতিটি টায়ার ৯৪৫০/-টাকা হিসেবে ২৮,৩৫০/- (আটাশ হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকার সর্বনিম্ন দর দাখিল করা হয়। গাড়ীটি সচল রাখা এবং কঞ্জারভেন্সী কাজের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে টায়ারগুলি সর্বনিম্ন দর অনুমোদন করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : মেসার্স টায়ার এন্ড ব্যাটারী বাজার, ৬০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত ২৮,৩৫০/- (আটাশ হাজার তিনশত পঞ্চাশ) টাকার সর্বনিম্ন দরটি অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সাধারণ কঞ্জারভেন্সী খাত হতে ব্যয় নির্বাহ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হোক।

আলোচ্যসূচী-২৫ : রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত মুরগীর খামার বন্ধ করণ প্রসংগে।

আলোচনা : বিষয়টির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের উত্তর প্রান্তে মুরগী বাজারের উত্তর দিকে বাজারের সীমানা দেয়ালের অভ্যন্তরে কচুক্ষেত পুরাতন বাজার আবাসিক এলাকা সংলগ্ন মুরগীর আড়ৎ রয়েছে। রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সিনিয়র কঞ্জারভেন্সী অফিসার এবং রেভিনিউ অফিসার কর্তৃক উল্লেখিত এলাকা পরিদর্শন করে দেখা যে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন তা পর্যালোচনা করে দেখা যায় ফার্মের মুরগীর খামারের বিষ্টা/মল এর দূর্গন্ধে এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া খামারের মুরগী সহজেই বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা পার্শ্ববর্তী আবাসিক এলাকায় সংক্রমিত হতে পারে। এমতবস্থায়, মুরগীর আড়ৎগুলি উচ্ছেদ করা যেতে পারে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের উত্তর পার্শ্বে নির্মিত মুরগীর আড়ৎগুলো উচ্ছেদ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।



আলোচ্যসূচী-২৬ : ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নবর্ণিত মেরামত/প্রকল্পসমূহ সফলভাবে সমাপ্তির পর ০১(এক) বছর অতিক্রান্ত হওয়ায় জামানত হিসেবে জমাকৃত ফেরত দেয়ার ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত :-

| ক্রমিক নং | কাজের বিবরণ  | জামানত হিসেবে জমাকৃত টাকার পরিমাণ | ঠিকাদারী ফার্মের নাম       |
|-----------|--|-----------------------------------|----------------------------|
| (১)       | স্বাধীনতা সরণি ও শহীদ সরণির সংযোগ স্থলের উত্তর দিকে (উজ পার্শ্ব) রাস্তা প্রশস্ত করণ কাজ।   | ২,০০,২৭৩/- টাকা                   | মেসার্স সীমান্ত এন্ডেপী    |
| (২)       | ঢাকা সেনানিবাসস্থ ৪ বেংগল এর সম্মুখে শহীদ সরণিতে কাপজার্ট নির্মাণ কাজ।   | ১৫,৭২৩/- টাকা                     | মেসার্স আজিজ কর্পোরেশন     |
| (৩)       | বনানী ডিওএইচএস এলাকার ৬ নং রোডের ড্রেন নির্মাণ।  | ৭৩,৪৭০/- টাকা                     | মেসার্স ইমেল এন্টারপ্রাইজ  |
| (৪)       | মিরপুর সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পের ১ম ও ২য় ধাপের বিল্ডিং এর জিএল/পিএল নির্ধারণের লক্ষ্যে বেঞ্চ মার্কেটের জন্য আরসিসি পিলার নির্মাণ ও স্থাপন কাজ। | ১১,৮০৪/- টাকা                     | মেসার্স আর এস এন্টারপ্রাইজ |

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনাক্রমে জানা যায় যে, উপরোল্লিখিত ০৪(চার)টি মেরামত/প্রকল্প সফলভাবে সমাপ্তির ০১(এক) বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং ব্যবহারকারী/উপকারভোগী এ বিষয়ে প্রত্যয়ন প্রদান করেছেন বিধায় জামানত হিসেবে জমাকৃত টাকা ফেরত দেয়া যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : উপরোল্লিখিত ০৪(চার)টি প্রকল্পের বিরপরীতে জামানত হিসেবে জমাকৃত টাকা ফেরত প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

আলোচ্যসূচী-২৭ : ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নিয়ন্ত্রিত বাসা বরাদ্দের নীতিমালা অনুমোদন প্রসংগে।

আলোচনা : ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নিয়ন্ত্রিত বাসা বরাদ্দের নীতিমালা অধিকতর পর্যালোচনার জন্য আগামী বোর্ডসভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : বিষয়টি আগামী বোর্ডসভায় উপস্থাপন করা হোক।

আলোচ্যসূচী-২৮ : মহাখালী ডিওএইচএস এলাকায় নির্মিতব্য শপিং কমপ্লেক্স এর জায়গার শ্রেণী পরিবর্তন প্রসংগে।

আলোচনা : বিষয়টির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা সেনানিবাসে মহাখালী সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পের সিএসডি ভবনের উত্তর পার্শ্ব খালি জমিতে শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণের নিমিত্তে 'বি-৪' শ্রেণীভুক্ত ০.২৩৪১ একর জমি 'সি' শ্রেণীতে রূপান্তরের জন্য গত ০৩ জুলাই, ২০০৪ তারিখে সাভূসে অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। সাভূসে অধিদপ্তর হতে ১২/৭/০৪ তারিখে উক্ত প্রস্তাবটি সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য সাভূসে অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হলে সাভূসে অধিদপ্তরের ০২ জানুয়ারি, ২০০৬ তারিখে পত্রের মাধ্যমে স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রস্তাবে উল্লেখিত জমির বার্ষিক খাজনা ৪,৭০,৭৮০/- ধার্য করে জমিটি 'সি' শ্রেণীতে রূপান্তরের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। উক্ত বার্ষিক খাজনা পরিশোধে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সম্মতি আছে কিনা, জানতে চেয়ে সাভূসে অধিদপ্তর হতে ০৬ মার্চ, ২০০৬ তারিখে পত্র দেয়া হয়। উক্ত বিষয়টি বোর্ডসভায় উপস্থাপন করা হয়নি। ইতোমধ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, এবং সর্বশেষ সেনাসদর, কিউএমজি শাখা, এমএন্ডকিউ পরিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ তারিখে পরিচালক, সাভূসে অধিদপ্তরকে এ ব্যাপারে তাগিদ প্রদান করা হয়। সাভূসে অধিদপ্তরের ২০ মার্চ, ২০০৭ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উপর্যুক্ত অবস্থার আলোকে আলোচ্য জমির বার্ষিক খাজনা বাবদ ৪,৭০,৭৮০/- টাকা প্রদানের বিষয়ে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। উক্ত অর্থ দোকান বরাদ্দের প্রাপ্য সালামী/দোকান ভাড়ার সাথে সমন্বয় করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : মহাখালী সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পের সিএসডি ভবনের উত্তর পার্শ্ব খালি জমিতে শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণের নিমিত্তে 'বি-৪' শ্রেণীভুক্ত ০.২৩৪১ একর জমি 'সি' শ্রেণীতে রূপান্তরের জন্য ৪,৭০,৭৮০/- টাকা বার্ষিক খাজনা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। জমিটি জরুরী ভিত্তিতে 'সি' শ্রেণীতে রূপান্তর করে উক্ত স্থানে একটি বহুতল বিশিষ্ট মার্কেট নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হোক।



আলোচ্যসূচী-২৯ : শহীদ জাহাঙ্গীর গেইট হতে বীর উত্তম লেঃ শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজের চৌরাস্তা পর্যন্ত ২৮টি এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ২২টিসহ মোট ৫০টি উচ্চ চাপের সোডিয়াম লাইট ক্রয়ের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

আলোচনা : বিষয়টির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, শহীদ জাহাঙ্গীর গেইট হতে বীর উত্তম লেঃ শহীদ আনোয়ার গার্লস কলেজের চৌরাস্তা এলাকায় মোট ১০৪টি ৯০ ওয়াটের সোডিয়াম বাতি রয়েছে। এ বাতিগুলো ১৯৮৭ সালে স্থাপন করা হয়েছিল। জরুরী ভিত্তিতে এ বাতিগুলো পরিবর্তন করে উচ্চ চাপের (২৫০ ওয়াট) সোডিয়াম বাতি স্থাপন করে আলোকিত করা প্রয়োজন। কারণ বর্তমানে ৯০ ওয়াটের সোডিয়াম বাতি পাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত আপদকালীন সময়ের জন্য আরো ২২টি অর্থাৎ সর্বমোট ৫০টি সোডিয়াম বাতি শেডসহ স্থাপন করা জরুরী। এ জন্য Transcom Electronics অথবা Rahim Afroz এর নিকট হতে Company Rate এ ৫০টি Complete Set ক্রয় করতে ১১,৫০০/- × ৫০টি = ৫,৭৫,০০০/- টাকা ব্যয় হবে। উক্ত ব্যয়ের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর হতে অনুদান প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত : কোম্পানী দরে ৫০টি উচ্চ চাপের (২৫০ ওয়াট) সোডিয়াম বাতির Complete Set ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক।

আলোচ্যসূচী-৩০ : বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা বাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় প্রসংগে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন সর্বমোট ৩৫০০টি বৈদ্যুতিক পয়েন্ট রয়েছে। এ বাতিগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গত ২০/৪/২০০৮ তারিখে সর্বমোট ৩৩ আইটেমের জন্য ১০,১৫,৯৫৫/- টাকার বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয় করা হয়েছিল। এক বছরে অধিকাংশ মালামালই শেষ হয়ে গেছে। কিছু কিছু আইটেমের মালামাল স্টোরে মজুদ আছে। তবে জরুরী ভিত্তিতে ৩৩টি আইটেমের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ১৮ টি আইটেমের মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন :-

| ক্রমিক নং | বিবরণ   | পরিমাণ      | দর       | গত বছর   | মোট        |
|-----------|---|-------------|----------|----------|------------|
| (১)       | ৪০ ওয়াট চোক (কয়েল অস্ট্রেঃ, এটকো)                       | ১০০০টি      | ২০২/-    | ২০৫/-    | ২,০২,০০০/- |
| (২)       | ৪০ ওয়াট স্টার্টার (ট্রান্সকম)                            | ১০০০ টি     | ১০/-     | ১১/৫০    | ৩০,০০০/-   |
| (৩)       | ফ্রি হোল্ডার স্টার্টার পয়েন্টসহ                          | ৫০০টি       | ৩২/-     | ৩৫/-     | ১৬,০০০/-   |
| (৪)       | তার ৩/০.০২৯<br>(প্যারাডাইস/বিআরবি/ইস্টার্ন)               | ৭৫<br>কয়েল | ১,০৫০/-  | ১,৪৫০/-  | ৭৮,৭৫০/-   |
| (৫)       | ৭/০.০২৯ তার<br>(প্যারাডাইস/বিআরবি/ইস্টার্ন)               | ১০<br>কয়েল | ২,২৫০/-  | ৩,০৫০/-  | ২২,৫০০/-   |
| (৬)       | ৭/০.০৪৪ তার<br>(প্যারাডাইস/বিআরবি/ইস্টার্ন)               | ১০<br>কয়েল | ৫,০০০/-  | ৬,৬৫০/-  | ৫০,০০০/-   |
| (৭)       | ২৩/৭৬ প্রাস্টিক তার                                       | ১০<br>কয়েল | ১,৩০০/-  | ২,৬৫০/-  | ১৩,০০০/-   |
| (৮)       | ৭/০.০৬৪ তার<br>(প্যারাডাইস/বিআরবি/ইস্টার্ন)               | ০২<br>কয়েল | ১০,২৫০/- | ১৩,৫০০/- | ২০,৫০০/-   |
| (৯)       | এনার্জি সেভিং বাব্ব ৬৫ ওয়াট                              | ৩০ টি       | ১,১২৫/-  | -        | ৩৩,৭৫০/-   |
| (১০)      | 60 A Main Switch TP                                       | ১৫ টি       | ১,৮৭৫/-  | ১,১৫০/-  | ২৮,১২৫/-   |
| (১১)      | এনার্জি সেভিং বাব্ব ১৫ ওয়াট                              | ৪০ টি       | ২৫০/-    | -        | ১০,০০০/-   |
| (১২)      | Piano Type Switch   | ৪০০টি       | ২০/-     | ২০/-     | ৮,০০০/-    |
| (১৩)      | ফ্যান ক্যাপাসিটর ২.৫০ MF<br>(কোরিয়া/থাইল্যান্ড/তাইওয়ান) | ৫০টি        | ৪৫/-     | ৫৫/-     | ২,২৫০/-    |
| (১৪)      | Piano Type Socket 5A, Concealed                           | ৩০টি        | ২০/-     | ১৫/-     | ৬০০/-      |





| ক্রমিক নং | বিবরণ                               | পরিমাণ | দর    | গত বছর | মোট        |
|-----------|-------------------------------------|--------|-------|--------|------------|
| (১৫)      | ফ্যান রেগুলেটর (বিডি/চায়না/ইন্ডিঃ) | ২৫টি   | ১৪০/- | -      | ৩,৫০০/-    |
| (১৬)      | মেটাল হেলাইড ৪০০ ওয়াট বাল্ব        | ৩০টি   | ৮৭৫/- | -      | ২৬,২৫০/-   |
| (১৭)      | মেটাল হেলাইড ইগনেটর ৪০০ ওয়াট       | ৪০ টি  | ৫৬০/- | -      | ২২,৪০০/-   |
| (১৮)      | মেটাল হেলাইড চোক ৪০০ ওয়াট          | ৪০টি   | ৯৫০/- | -      | ৩৮,০০০/-   |
|           |                                     |        |       | মোট =  | ৬,০৫,৬২৫/- |

সিদ্ধান্ত : ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আওতাধীন বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা বাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপরোক্ত ১৮ টি আইটেমের মধ্যে মেটাল হেলাইডের ক্রমিক নং-১৬, ১৭ ও ১৮ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ১৫টি আইটেমের জন্য ৫,৭৮,৯৭৫/- (পাঁচ লক্ষ আটাত্তর হাজার নয়শত পঁচাত্তর) টাকার বৈদ্যুতিক মালামাল ক্রয়ের অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। দরপত্র আহ্বানপূর্বক চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক। উক্ত কাজের সমুদয় ব্যয় ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের প্রতিরক্ষা বাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত হতে সংকুলান করা হবে।

আলোচ্যসূচী-৩১ : ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতালের আউটডোর এর টিকিট ফি, ওয়ার্ড এর সীট ভাড়া, ক্যাবিন ভাড়া, ওটি চার্জ, ও এ্যাম্বুলেন্স ভাড়া পুনঃনির্ধারণ প্রসংগে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতালের বহিঃ বিভাগ রোগী দেখার জন্য কোন টিকিট ফি আদায় করা হয় না। হাসপাতালের রোগীদের আনা নেয়ার জন্য এ্যাম্বুলেন্সটি ক্যান্টনমেন্ট এর ভিতরে ৮০/- টাকা ও ক্যান্টনমেন্ট এর বাহিরে ১৬০/- টাকা হারে ভাড়া আদায় করা হয়। ওয়ার্ড ভাড়া প্রতি দিনের জন্য ২১০/- টাকা এবং কেবিন ভাড়া ৮৩৫/- টাকা ও ৯৩৫/- টাকা হারে আদায় করা হয়। বড় ধরনের অপারেশনের জন্য ১,৫০০/- টাকা, মাঝারি ধরনের অপারেশনের জন্য ১,২০০/- টাকা এবং ছোট ধরনের জন্য ৫০০/- টাকা হারে ওটি চার্জ আদায় করা হয়।

সিদ্ধান্ত : ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতাল পরিচালনা ব্যয় পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় নিম্নবর্ণিত হারে বিভিন্ন ফি পুনঃনির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো :-

|                         |   |                                 |              |
|-------------------------|---|---------------------------------|--------------|
| (ক) এ্যাম্বুলেন্স ভাড়া | : | ক্যান্টনমেন্ট এর ভিতরের জন্য    | ১৮০/- টাকা   |
|                         | : | হাসপাতাল হতে ১৫ কি. মি. এর জন্য | ৫০০/- টাকা   |
|                         | : | হাসপাতাল হতে ২৫ কি. মি. এর জন্য | ৮০০/- টাকা   |
|                         | : | অন্যান্যদের জন্য                | ১০/- টাকা    |
| (খ) ওয়ার্ড ভাড়া       | : | দৈনিক                           | ২১০/- টাকা   |
| (গ) কেবিন ভাড়া         | : | দৈনিক                           | ১,২০০/- টাকা |
| (ঘ) ওটি চার্জ           | : | বড় অপারেশন                     | ২,০০০/- টাকা |
|                         | : | মাঝারি অপারেশন                  | ১,৫০০/- টাকা |
|                         | : | ছোট অপারেশন                     | ১,০০০/- টাকা |

আলোচ্যসূচী-৩২ : আদর্শ বিদ্যালয়, মানিকদী স্কুলের বরখাস্তকৃত আয়া বেগম খুরশিদা বেগম এর যোগদানপত্র গ্রহণ প্রসংগে।

আলোচনা : বিষয়টির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, আদর্শবিদ্যালয়, মানিকদী, ঢাকা সেনানিবাসের বাডুদারনী বেগম খুরশিদা বেগম এর বাসায় ০৯ বোতল কেরু এন্ড কোং এর তৈরী অবৈধ মদ পাওয়ায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থানা পুলিশ কর্তৃক তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করা হয়। উক্ত মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত কর্মচারীকে অত্র দপ্তরের ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০০২ তারিখের ঢাক্যাবো/ব্যঃনঃ/মিঃখুঃবেঃ/৬৩ নং পত্রের মাধ্যমে চাকরি হতে সাময়িকভাবে



বরখাস্ত করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মচারী উক্ত মামলা হতে গত ২৩ জুলাই, ২০০৮ তারিখে নির্দেশ প্রমাণ হয়ে রায় পেয়েছেন মর্মে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ ০৪ আগস্ট, ২০০৮ তারিখে কাজে যোগদান করেন। তাকে চাকরিতে পুনর্বহালের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও আইন উপদেষ্টার মতামত অত্র দপ্তরের ২৯ অক্টোবর, ২০০৮ তারিখের ঢাক্যাবো/ব্যঃনঃ/খুঃ বেঃ/৭৪ নং পত্রের মাধ্যমে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ তারিখের ৭/এমএলএভিসি/ঢাকা/২৬-৯/শা-২/১৪ নং পত্রের মাধ্যমে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসারকে বিধি মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

**সিদ্ধান্ত :** আদর্শবিদ্যানিকেতন, মানিকদী, ঢাকা সেনানিবাসের ঝাড়ুদারনী বেগম খুরশিদা বেগম-কে কোর্ট থেকে নির্দেশ প্রমাণিত হয়ে খালাস প্রাপ্ত হওয়ায় তাকে সাময়িক বরখাস্তের তারিখ অর্থাৎ ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০০২ তারিখ থেকে চাকরিতে পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এ প্রেক্ষিতে সাময়িক বরখাস্তের তারিখ হতে তিনি বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হবেন। তবে উক্ত কর্মচারীকে অন্যত্র বদলী করার জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে পত্র প্রদান করা হোক।

**আলোচ্যসূচী-৩৩ :** এসডি প্রপার্টিজ লিমিটেড ও এ্যামিকাস প্রপার্টিজ এন্ড ডেভলোপমেন্টস লিমিটেড কর্তৃক ডিওএইচএসসমূহে বাড়ী নির্মাণ কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রসঙ্গে।

**আলোচনা :** প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা সেনানিবাসস্থ ডিওএইচএসসমূহে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এসডি প্রপার্টিজ লিমিটেড ও এ্যামিকাস প্রপার্টিজ এন্ড ডেভলোপমেন্ট লিঃ প্রতিষ্ঠান দু'টির বিরুদ্ধে বাড়ী নির্মাণের বিষয়ে বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া যায়। এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান দু'টির নিকট তাদের নির্মাণাধীন সকল বাড়ীর নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অত্র দপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদন চাওয়া হয়। তৎপ্রেক্ষিতে উক্ত প্রতিষ্ঠান দু'টি নির্মাণাধীন বাড়ীর তালিকাসহ নির্মাণ কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিল করেন। দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বারিধারা, মহাখালী ও মিরপুর ডিওএইচএস এলাকায় এসডি প্রপার্টিজ লিঃ কর্তৃক ৪৯ টি প্লটে এবং এ্যামিকাস প্রপার্টিজ এন্ড ডেভলোপমেন্ট লিঃ কর্তৃক ৩৯ টি প্লটে বাড়ী নির্মাণের জন্য বরাদ্দলাভকারী/ মালিকদের সাথে চুক্তিপত্র করা হয়েছে। মিরপুর ডিওএইচএস এলাকায় উক্ত দু'টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৬৫টি প্লটে বাড়ী নির্মাণের জন্য চুক্তি করা হয়েছে। যার মধ্যে অধিকাংশ প্লটের বাড়ী নির্মাণ কাজের সময় শেষ পর্যায়ে থাকলেও কাজ শেষ হয়েছে মাত্র ২০% থেকে ৩০%।

**সিদ্ধান্ত :** উক্ত সমস্যা নিরসনকল্পে একটি সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস, ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার এবং মহাখালী ও মিরপুর ডিওএইচএস পরিষদ এর সেক্রেটারী এসডি প্রপার্টিজ লিমিটেড ও এ্যামিকাস প্রপার্টিজ এন্ড ডেভলোপমেন্ট লিঃ-কে নিয়ে একটি সমন্বয় সভা করবেন। উক্ত সভার সুপারিশমালা আগামী বোর্ডসভায় উপস্থাপন করতে হবে।

**আলোচ্যসূচী-৩৪ :** রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে সকল ব্যবসায়ী/ভাড়াটিয়া/কর্মচারীকে নিরাপত্তার স্বার্থে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে পরিচয়পত্র সংগ্রহপূর্বক সার্বক্ষণিকভাবে সংগে রাখা প্রসঙ্গে।

**আলোচনা :** রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটটি সেনানিবাস এলাকায় ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত। উক্ত মার্কেটে মালিক/ব্যবসায়ী ও কর্মচারীসহ আনুমানিক প্রায় ৪,০০০ লোক নিয়োজিত আছে। লক্ষ্য করা গেছে যে, উক্ত লোকজনের কোন পরিচয়পত্র নেই। সেনানিবাস একটি সংরক্ষিত এলাকা বিধায় নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক সকল দোকানের মালিক/ভাড়াটিয়া ও কর্মচারীদের ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে পরিচয়পত্র গ্রহণপূর্বক সার্বক্ষণিকভাবে সংগে রাখা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

**সিদ্ধান্ত :** রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটের সকল ব্যবসায়ী/ভাড়াটিয়া/কর্মচারীকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে পরিচয়পত্র গ্রহণ করতে হবে এবং সার্বক্ষণিকভাবে তা সংরক্ষণ করতে হবে।



আলোচ্যসূচী-৩৫ : শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল সংলগ্ন স্টাফ কোয়ার্টারগুলোর ভাড়া পুনঃনির্ধারণ প্রসংগে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনা জানা যায় যে, শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল সংলগ্ন স্টাফ কোয়ার্টারগুলোর ভাড়া অত্র দপ্তরের ৩০ জুন, ১৯৯২ তারিখের ২১৬ নম্বর অফিস আদেশের মাধ্যমে ৫৫০/- (পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা নির্ধারণ করা হয়। সে মোতাবেত উক্ত বাসস্থানগুলোর বরাদ্দলাভকারীদের নিকট হতে তাদের বেতন বিল হতে উক্ত বাসা ভাড়া কর্তন করা হয়। দীর্ঘ ১৮ বছর পূর্বে উক্ত ভাড়ার হার নির্ধারণ করা হলেও বর্তমান বাজারমূলে আদায়কৃত ভাড়া দিয়ে উক্ত বাসস্থানগুলোর মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। তাই এ বাসাগুলোর ভাড়া বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত : শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল সংলগ্ন স্টাফ কোয়ার্টারগুলোর মাসিক ভাড়া ৭০০/- (সাতশত) টাকা হারে ভাড়া নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

৩৭ বিবিধ (১) : ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কঞ্জারভেন্সী কাজের জন্য ২টি ট্রাক ক্রয়ের দর অনুমোদন প্রসংগে।

আলোচনা : বিষয়টির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের কঞ্জারভেন্সী কাজের জন্য ২টি ট্রাক ক্রয়ের নিমিত্তে দরপত্র আহ্বান করা হলে গত ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ তারিখে ০৪(চার)টি দরপত্র পাওয়া যায়। প্রাপ্ত দরসমূহের মধ্যে স্পেসিফিকেশন মোতাবেক গাড়ীর জন্য দর প্রদান না করায় গত ১৬ মার্চ, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভায় পুনঃদরপত্র আহ্বানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হলে ০১(এক)টি মাত্র দর পাওয়া যায়। এ বিষয়ে পুনঃ দরপত্র আহ্বান করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : জরুরী ভিত্তিতে বহুল প্রচারিত পত্রিকার মাধ্যমে পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হোক।

৩৭ বিবিধ (২) : ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতালের জন্য ০৪(চার)টি স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনার ক্রয় প্রসংগে।

আলোচনা : প্রস্তাবনাটির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতালের বর্তমানে ৪টি এসি ভাড়া ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে করে বোর্ডের প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে। বিস্তারিত আলোচনান্তে ১.৫ টন ক্ষমতার ৪টি স্প্লিট এসি ক্রয়ের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত : ১.৫ টন ক্ষমতার ০৪(চার)টি স্প্লিট এসি ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। দরপত্র আহ্বান করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক।

৩৭ বিবিধ (৩) : ইজারা গ্রহীতা/নির্মাণকারী সংস্থা কর্তৃক বাড়ী নির্মাণের সময় রাস্তাঘাটের ক্ষতিপূরণ আদায় প্রসংগে।

আলোচনা : বিষয়টির উপর আলোচনায় জানা যায় যে, সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প কমিটির ৪৫তম সভার আলোচ্যসূচী-৫ এর মাধ্যমে ডিওএইচএসসমূহে ইজারা গ্রহীতা/নির্মাণকারী সংস্থা কর্তৃক বাড়ী নির্মাণের সময় রাস্তাঘাটের ক্ষতিপূরণ আদায় সংক্রান্ত ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছেঃ-



-ঃ ১৮ ঃ-

“ইজারা গ্রহীতা/নির্মাণকারী সংস্থা কর্তৃক বাড়ী নির্মাণের সময় প্রতি ২৫৪০ বর্গফুট বাড়ী নির্মাণের জন্য রাস্তা ঘাটের ক্ষতিপূরণ বাবদ এককালীন ৫০,০০০/- টাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে এবং নির্মাণকালীন সময়ের জন্য প্রতি মাসে ২,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে ডিওএইচএস পরিষদকে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। ক্ষতিপূরণের জন্য প্রদেয় অর্থ প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।”

সিদ্ধান্ত : ডিওএইচএস কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বনানী, মহাখালী ও বারিধারা ডিওএইচএস এলাকার ইজারা গ্রহীতা/নির্মাণকারী সংস্থা কর্তৃক বাড়ী নির্মাণের সময় রাস্তাঘাটের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রতি ২৫৪০ বর্গফুট বাড়ী নির্মাণের জন্য ৫০,০০০/- টাকা আদায়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এছাড়াও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন অন্যান্য এলাকার নির্মাণাধীন/নির্মিতব্য বাড়ীর মালিক/নির্মাণকারী সংস্থাকে উক্ত হারে অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

অন্য কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ নাজমুছ সাদাত সেলিম)  
সেক্রেটারী, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ও  
ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার  
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।

(কর্ণেল এ বি এম তায়েফুল ইসলাম)  
প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ও  
স্টেশন কমান্ডার  
ঢাকা সেনানিবাস।